অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

হে অর্জ্জুন! যে জন অন্য চিন্তায় বিমুখ হইয়া আমাকেই সম্যক্‌রূপে উপাসনা করে, সেইসকল আমাতে নিত্য-অভিযুক্তমনা ভক্তগণের যোগ ও ক্ষেম আমি মস্তকে বহন করিয়া থাকি। এই প্রমাণে ব্যবহারিক বিষয়ে কাতরতাশূন্য অবস্থাটি প্রকাশ করা হইয়াছে। যে পুরুষের ভগবানে শ্রদ্ধার উদয় হইবে, তাহার শ্রুত ঐহিক ও ব্যবহারিক কর্ম্মের প্রভাব শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করা সত্ত্বেও ভগবৎসম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার প্রতি কখনও কোনও প্রকার অবিশ্বাস উপস্থিত হয় না। অর্থাৎ ঐহিক, ব্যবহারিক মণি, মন্ত্র, ঔষধি প্রভৃতির মহাপ্রভাব শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করিয়াও শ্রীভগবৎসম্বন্ধী বস্তু শ্রীচরণামৃত প্রভৃতির প্রতি অবিশ্বাস উপস্থিত হইবে না। অতএব সেই ভগবৎসম্বন্ধীয় পদার্থে প্রাকৃত দ্রব্যাদি সাধারণ দৃষ্টিতে দোষবিশেষের অনু-সন্ধান না থাকায় কখনও সেইসকল ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তুর প্রতি অবিশ্বাস উৎপন্ন হইবে না। অর্থাৎ যেমন শ্রীমহাপ্রসাদ প্রাকৃত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি শ্রীভগবানে অর্পিত হওয়ায় তাহার প্রাকৃতত্ব ধ্বংস হইয়া চিন্ময়ত্বপ্রাপ্তি-বিষয়ের কোনও সংশয় না থাকায়, সেই মহাপ্রসাদ ভোজনাদিতে কোনও প্রকার অপ্রবৃত্তি আসিবে না। সেই মহাপ্রসাদ শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতির অলোকসামান্য মহাপ্রভাবের কথা শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

অকালমৃত্যুশমনং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
সর্ব্বদুঃখোপশমনং হরিপাদোদকং শুভম্॥

অর্থাৎ "শ্রীহরিপাদোদক অকালমৃত্যুদমনকারী, সর্ব্বব্যাধি-বিনাশন ও সর্ব্বদুঃখোপশমন" ইত্যাদি রাশি রাশি প্রসাদ আছে। কেহ কেহ সেই অপ্রাকৃত শ্রীচরণামৃত, শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াও নিজকৃত অপরাধ দোষে সম্প্রতি সেইসকল ভক্তি-অঙ্গে ফল উদয় হয় না বলিয়া স্থগিত থাকে। তবে যে—"যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ", যে জন কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে, সেজন ভিতরে বাহিরে শুদ্ধিলাভ করে—এই বাক্যের উপরে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াও যে স্নানাদি আচরণ করিয়া থাকে, কেবল শ্রীনারদ, ব্যাস প্রভৃতি সাধু পরম্পরাপ্রাপ্ত আচার রক্ষার গৌরবই তাহার মূল হেতু। তাহা না হইলে মহাজন প্রবর্ত্তিত আচারের লঙ্ঘন জন্য অপরাধই ঘটিয়া থাকে। সেই শ্রীনারদ প্রভৃতি মহাজনগণ লোক সমাজের কদর্য্য প্রবৃত্তি নিরোধের জন্যই সেই প্রকার